কুরআন

হিদায়তরে কিতাব

08-June-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সাহিবে কিতাবে মুবিন, মাহবুবে রব্বুল আলামিন, জনাবে সাদিক ও আমিন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনমুগ্ধকর বাণী হচ্ছে: যে কুরআনে পাক পাঠ করলো, **রব তাআলার** প্রশংসা করলো, **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো এবং আপন **রব তাআলার** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তবে সে কল্যাণকে তার স্থান থেকে খুঁজে নিলো। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাযিমিল কুরআন, ২/৩৭৩, হাদীস নং-২০৮৪)**

করকে তোমারে গুনাহ মাঙ্গে তোমারি পানাহ, তুম কাহো দামন মে আ' তুম পে করোড়ো দুরূদ।
(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

www.dawateislami.net

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❋ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❋ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❋ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❋ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❋ تُوْبُوْا اِلَی اللهِ! ,اُذْکُرُوا اللهَ! ,صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❋ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গানবাজনায় মত্ত ব্যক্তির তাওবা

হযরত আবু হাশিম সূফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه বলেন: একবার আমি বসরা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম এবং একটি নৌকায় আরোহন করার জন্য অগ্রসর হলাম। সেই নৌকায় একজন পুরুষ ছিলো যার সাথে তার বাঁদীও ছিলো। সেই লোকটি আমাকে বললো: "নৌকায় জায়গা নেই।" বাঁদীটি আমার পক্ষে সুপারিশ করলে সে আমাকেও নৌকার আরোহী করে নিলো। যখন আমরা কিছুটা সামনে অগ্রসর হলাম তখন লোকটি খাবার আনলো এবং নিজের সামনে রাখলো। বাঁদিটি তাকে বললো: "এই মিসকিনকেও আপনার সাথে খাবারে অংশগ্রহন করিয়ে নিন।" সুতরাং সে আমাকেও খাবারে অংশীদার বানিয়ে নিলো। যখন খাবার শেষ হলো তখন সে বাঁদিকে বলতে লাগলো: "মদ নিয়ে আসো।" যখন সে মদ নিয়ে আসলো তখন সে তা পান করতে লাগলো এবং বাঁদিকে আমাকেও মদ পান করাতে বললো, কিন্তু আমি বারণ করে দিলাম। যখন সেই লোকটি মদের নেশায় মত্ত হয়ে গেলো তখন সে বাঁদিকে বললো: "তোমার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসো।" বাঁদি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসলো এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাইতে লাগলো। অতঃপর সেই ব্যক্তি আমার দিকে মনোযোগী হলো এবং বললো: "তোমার কাছে কি এরূপ (গানের মতো) কিছু আছে?" আমি উত্তর দিলাম: হ্যাঁ! আমার কাছে এমন কিছু রয়েছে, যা এর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম ও

www.dawateislami.net

কল্যাণময়।” সে বললো: “শুনাও।” আমি اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে ৩০তম পারার সূরা তাকবীরের প্রথম তিন আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করলাম:

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْۙ(۱) وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْۙ(۲) وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْۙ(۳)

(পারা ৩০, আত তাকবীর, আয়াত ১-৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন সূযরশ্মিকে মুড়িয়ে ফেলা হবে, এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে, আর যখন পাহাড় পর্বতকে চলমান করা হবে।

এই আয়াতসমূহ শুনে সেই ব্যক্তি কাঁদতে লাগলো, যখন আমি **আল্লাহ্ তাআলার** এই বাণীতে পৌঁছি وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿۱۰﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং যখন আমলনামা খোলা হবে) (পারা ৩০, তাকবীর, আয়াত ১০) তখন সে বলতে লাগলো: “হে বাঁদি! আমি তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলা** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্ত করলাম, এই মদ বাসিয়ে দাও এবং বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলো।” অতঃপর সে আমাকে কাছে ডাকলো এবং বলতে লাগলো: “আমার ভাই! তুমি কি বলো, **আল্লাহ্ তাআলা** কি আমার তাওবা কবুল করবেন?” আমি উত্তরে ২য় পারা, সূরা বাকারার ২২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলাম: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿۲۲۲﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় **আল্লাহ্** পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বন কারীদেরকে।” (এতটুকু শুনে সে তাওবা করে নিলো)।

(দুররাতুন নাসিহীন, আল মাজলিসুল খামিস ওয়াল খামসুন ফি ফযীলাতুত তাওবা, পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭)

রাহোঁ মাস্ত বে খুদ মে তেরী বিলা মেঁ পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!
বানাদে মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা গুনাহোঁ সে হার দম বাঁচা ইয়া ইলাহী!
ইবাদত মে গুজরে মেরী জীন্দেগানী করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ শানদার, অতুলনীয় ও অসাধারণ এবং হিদায়ত সম্পন্ন কিতাব, কেননা দুনিয়ার রং তামাশায় মত্ত, গান বাজনা শুনার প্রেমিক, মদ্যপানে অভ্যস্থ এবং গুনাহের অতল

www.dawateislami.net

গহ্বরে ডুবে থাকা ব্যক্তি যখন এই পবিত্র বাণীর আখিরাতের চেতনা সমৃদ্ধ আয়াতে মোবারাকা শুনলেন, তখন তা প্রভাবময় তীর হয়ে তার অন্তরে বিদ্ধ হয়ে গেলো, তার জীবনে প্রকৃত মাদানী বিপ্লব সাধিত হয়ে গেলো এবং তার তাওবার তৌফিক নসীব হয়ে গেলো। নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ্ তাআলা**র বাণীরই ফয়যান যে, যার তিলাওয়াত শুনেই অন্তর কেঁপে উঠে এবং দু'নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়, এমন হবেই না কেন, এটি তো **আল্লাহ্ তাআলা**র এমনি প্রিয় এবং সত্যিকার বাণী যে, এটি অবতীর্ণকারী হলো; **রব্বুল আলামীন** (বিশ্বজগতের প্রতিপালক), আর বহনকারী রুহুল আমীন অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, এই মহান কিতাব যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে **তিনি** হলেন **রাহমাতুল্লিল আলামিন** (বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ), যেই উম্মতের জন্য এসেছে তারা সকল উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো স্পষ্ট আরবী ভাষা আর যে মাসে অবতীর্ণ হয়ে তাহলো সকল মাসসমূহের মধ্যে সম্মানিত, যে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বোত্তম রাত, আর যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে তা সর্বোচ্চ স্থান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনুল করীম **আল্লাহ্ তাআলা**র ওহী, **আল্লাহ্ তাআলা**র নৈকট্য লাভের মাধ্যম, সকল আসমানী কিতাব সমূহের সারাংশ, সকল জ্ঞানের ঝর্ণাধারা, হিদায়তের সমষ্টি, রহমত এবং বরকতের ভান্ডার, এমন নূর যা দ্বারা পথভ্রষ্টতার সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষের জাহির (প্রকাশ্য) এবং বাতিন (গোপন) কে পবিত্র করে তাকে অতুলনীয় বানিয়ে দেয়, এমন বিশ্বস্ত সাথী যে কবরেও সঙ্গ অবলম্বন করে, অন্তিম মুহূর্তে ও কবরে এবং হাশরে বিশ্বস্ততার হক আদায় করবে। এতে রোগাক্রান্ত মনের শিফা রয়েছে, যে একে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো সে হিদায়ত প্রাপ্ত হয়ে গেলো, যে এর উপর আমল করলো সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা পেয়ে গেলো। আসুন! এই পবিত্র বাণীর গুণাবলী এবং এর শান ও শওকত স্বয়ং **তাঁরই** ভাষায় শুনি, যেমনটি **১৫**তম পারার সূরা বণী ইসরাঈল এর **৯**ম আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ

(পারা ১৫, বণী ইসরাঈল, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় এই কুরআন ওই পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সোজা।

www.dawateislami.net

১৪তম পারার সূরা নাহলের ৮৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿۸۹﴾

(পারা ১৪, নাহল, আয়াত ৮৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি আপনার উপর এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ, হিদায়াত, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৩৮ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۸﴾

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও পথ-প্রদর্শন এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শেষোক্ত আয়াতে মোবারাকার আলোকে বলেন: কুরআন শরীফের সাধারণ ফয়যান তো সাধারণ লোকের জন্য অর্থাৎ সকল কিছু বর্ণনা স্পষ্ট, কিন্তু বিশেষ ফয়য বিশেষ লোকের জন্য অর্থাৎ হিদায়ত দেয়া এবং সঠিক পথে লাগিয়ে দেয়া। (তিনি আরো বলেন:) কুরআনে করীমের বর্ণনা বা হিদায়ত হওয়া আমাদের জন্য, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য নয়, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পূর্ব থেকেই সবকিছু শেখা পড়া এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং **তিনি (হুযুর)** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগে থেকেই হিদায়তের উপর ছিলেন। **(তাফসীরে নঈমী, ৪/২০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে **করীমের** আলোকিত পবিত্র আয়াত শ্রবণ করার পর সকল বুদ্ধিমানরা এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারবে যে, আসলে **"কোরআনই হিদায়তের কিতাব"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বাস্তবতার প্রকাশ্য প্রমাণ যেভাবে আমরা কুরআনের আয়াত দ্বারা পেলাম ঠিক তেমনি হাদীসে মোবারাকার আলোকেও আমরা এই সুবাসিত মাদানী ফুল পাই যে, **"কোরআনই হিদায়তের কিতাব"**। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি হাদীসে পাক শ্রবণ করি:

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত; **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অতি শীঘ্রই একটি ফিতনা

www.dawateislami.net

সৃষ্টি হবে। আমি আরয করলাম: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর থেকে বাঁচার উপায় কি হবে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র কিতাব, যাতে তোমাদের পূববর্তী ও পরবর্তীদের সংবাদ রয়েছে এবং তোমাদের পরস্পরের সিদ্ধান্ত রয়েছে, কুরআন হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী এবং এটি কোন উপহাস নয়। যে অত্যাচারী একে ছেড়ে দেবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ধূলিস্যাৎ করে দেবেন এবং যে তা ব্যতীত অন্য কোথাও হিদায়ত খুঁজবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তা **আল্লাহ্ তাআলা**র শক্ত রশি এবং প্রজ্ঞাময় আলোচনা, তা হলো সঠিক পথ, কুরআন হলো এমন কিতাব, যার বরকতে কামনা বাসনা বিকৃত হয় না, অন্য ভাষা মিশ্রিত হয়ে একে সন্দেহপূর্ণ বানাতে পারে না, যার প্রতি ওলামারা উদাসীন হয় না, যা অধিকহারে পূনরাবৃত্তি করাতে পুরোনো হয় না, যার বিস্ময় শেষ হয় না, কুরআনই হলো এমন কিতাব, তাই যখন তা জ্বিনেরা শুনলো তখন এরূপ না বলে থাকতে পারলো না যে, আমরা আশ্চার্য কুরআন শুনলাম যা কল্যাণের প্রতি অগ্রণী ভূমিকা রাখে, তখন এর উপর ঈমান আনয়ন করলো, যে কুরআনের বক্তা সে সত্যবাদী, যে এর উপর আমল করেছে সে সাওয়াব পাবে, যে এর অনুযায়ী বিচার করবে সে ন্যায়পরায়ন হবে এবং যে এর দিকে ডাকবে তবে তা অবশ্যই সঠিক পথের দিকে আহবান করলো। **(তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু মাজা ফি ফদলিল কুরআন, ৪/৪১৪, হাদীস নং-২৯১৫)**

ইলাহী খুব দেয় দেয় শওক কুরআঁ কি তিলাওয়াত কা,
শরফ দেয় গুম্বদে খাদরা কে ছায়ে মে শাহাদত কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ গুণাবলী সমৃদ্ধ কিতাব এবং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ্ তাআলা**র বাণীরই ফয়যান যে, আজও এই কিতাব থেকে হিদায়তের এমন ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে যে, আমরা তো আমরাই অন্যান্যরাও এর সত্য হওয়া সম্পর্কে বলছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আস্থার উপর এর উপর গবেষণায় ব্যস্ত। **'কুরআনই হিদায়তের কিতাব'** এর প্রকাশ্য প্রমাণ হলো, যখন এই অতুলনীয় বাণীর জ্যোতি সমাজে পড়ে তখন অন্ধকার আলোতে পরিনত হয়ে গেলো, চারিদিকে হিদায়তের নূর ছড়িয়ে

www.dawateislami.net

পড়েছে, গুনাহে লিপ্ত লোকেরা যখন হিদায়তে ভরা আয়াত শুনলো তখন কুরআনের নূরে তার অন্তর আলোকিত হয়ে গেলো, তাদের অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং সে না তো শুধু নিজেই গুনাহ থেকে তাওবা করে নামায ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে গেলো বরং মুসলমানদের নেতা এবং পথহারা লোকদেরও পথনির্দেশক হয়ে গেলো। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঈমান তাজাকারী কাহিনী শ্রবণ করি:

সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর তাওবা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** (২য় খন্ড) এর ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে: তাওবা করার পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এতো বড় এবং ভয়ঙ্কর ডাকাত ছিলেন যে, পুরো পুরো কাফেলাকে একাই লুট করে নিতেন। একবার একটি কাফেলা তার এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তাদের সেখানেই রাত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি লুটতরাজ করার জন্য যখন কাফেলার নিকটে পৌঁছলেন তখন কতিপয় কাফেলার সদস্যদের এরূপ বলতে শুনলো: তোমরা ঐ লোকালয়ের দিকে যেও না বরং অন্য কোন পথে গমন করো, এখানে ফুযাইল নামক এক ভয়ঙ্কর ডাকাত থাকে। যখন তিনি কাফেলার সদস্যদের এই কথা শুনলেন তখন তার মাঝে কম্পন শুরু হয়ে গেলো এবং উচ্চ স্বরে বললেন: হে লোকেরা! আমি ফুযাইল বিন আয়ায তোমাদের সামনেই বিদ্যমান, যাও! নির্ভয়ে চলে যাও, তোমরা আমার থেকে নিরাপদ। **আল্লাহ্**র শপথ! আজকের পর আমি আর কখনো **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্যতা করবো না। এতটুকু বলেই তিনি সেখন থেকে চলে গেলেন এবং নিজের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে সত্য পথের মুসাফিরদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই রাতে কাফেলার সদস্যদের দাওয়াত দিলেন এবং বললেন: তোমরা ফুযাইল বিন আয়ায থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবো, অতঃপর তিনি তাদের পশুদের জন্য খাবার আনতে চলে গেলেন, যখন ফিরে এলেন তখন কাউকে কুরআনে পাকের এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করতে শুনলেন:

www.dawateislami.net

اَلَمْ یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(পারা ২৭, হাদীদ, আয়াত ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে **আল্লাহ্**র স্মরণে।

কুরআনে **করীমে**র এই আয়াত প্রভাবময় তীর হয়ে তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়ে গেলো। তিনি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন এবং নিজের কাপড়ে মাটি ঢালতে ঢালতে বললেন: হ্যাঁ! কেন নয়! **আল্লাহ্**র শপথ! এখন সময় এসে গেছে, এখন সময় এসে গেছে, তিনি এভাবে কাঁদতে লাগলেন অতঃপর নিজের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলেন। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২/১৭, সংক্ষেপিত)

বড়ি কৌশিশেঁ কি গুনাহ ছোড়নে কি, রাহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী!
মুঝে সাচ্চি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়, পায়ে তাজেদারে হারাম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সেতারা বাদিকার (সেতারা বাজায় এমন মহিলার) তাওবা

হযরত সায়্যিদুনা সালিহ মুররি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সেতারা (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাদিকা এক মহিলা কুরআন তিলাওয়াতকারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন তিনি (তিলাওয়াতকারী) ২১ পারার সূরা আনকাবুতের এই আয়াতে মোবারাকা তিলাওয়াত করছিলেন:

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِیْنَ ﴿۵۴﴾

(পারা ২১, আনকাবুত, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে;

এই আয়াতে মোবারাকা শুনতেই মহিলাটি সেতারা ফেলে দিয়ে একটি উচ্চস্বরে চিৎকার দিলো এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, যখন হুঁশ ফিরলো তখন সেতারা ভেঙ্গে ইবাদত ও রিয়াযতে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে গেলো যে, আবিদা ও যাহিদা রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। একদিন আমি তাকে বললাম যে, নিজের সাথে একটু নম্রতা প্রদর্শন করুন! একথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বললো: আহ! আমি যদি জানতে পারতাম যে, জাহান্নামীরা তাদের কবর থেকে কিভাবে বের হবে! পুলসিরাত

www.dawateislami.net

কিভাবে অতিক্রম করবে? কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে? ফুটন্ত গরম পানির ঢোক কিভাবে পান করবে? **আল্লাহ্ তাআলা**র গযবকে কিভাবে সহ্য করবে? এতটুকু বলার পর আবারো বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলো, যখন হুঁশ ফিরলো তখন **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এভাবে আরয করলো: হে আমার **প্রতিপালক**! আমি যৌবনে তোমার অবাধ্যতা করেছি এবং দূর্বল (বৃদ্ধ) অবস্থায় তোমার আনুগত্য করছি, তুমি কি আমার ইবাদত কবুল করবে? অতঃপর সে এক হৃদয়বিদারক শব্দ করলো এবং বললো: আহ! কিয়ামতের দিন কতইনা লোকের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে, অতঃপর সে একটি চিৎকার দিলো এবং এমন হৃদয়বিদারক ভঙ্গিতে কাঁদলো যে, উপস্থিত সকলেই বেহুঁশ হয়ে গেলো।

(আর রওযুল ফায়িক, আল মজলিসুস সা'বেয়ে ওয়া ইশরুন..., ১৪৮ পৃষ্ঠা)

তেরে ডর সে সদা থর থরাওঁ খউফ সে তেরে আসোঁ বাহাওঁ,
কেয়ফ এ্যয়সা দেয়, এ্যয়সি আদা কি মেরে মওলা তু খায়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কুরআনুল করীম কিরূপ প্রভাবময় বাণী, যার তিলাওয়াত শ্রবণ করে মানুষের মন কেঁপে উঠে, শরীরের লোম খাঁড়া হয়ে যায়, মানুষের আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে যায় এবং বড় বড় গুনাহগারদের সত্যিকার তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়। একবার ভাবুন যে, যেই কালামে পাক শ্রবণ করার কারণে এই বরকত অর্জিত হয় যে, বড় বড় অপরাধী সঠিক পথে ফিরে আসে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগত হয়ে যায়, আর যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান এই পাক কালামের তিলাওয়াতের পাশাপাশি এর বিধানাবলীর উপর আমল করে তবে তাদের এর কিরূপ বরকত নসীব হবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআনে পাকের আবশ্যকতা ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে প্রসার করার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে (প্রাপ্ত) বয়স্ক ইসলামী ভাইদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর বিভিন্ন মসজিদ, মার্কেট,

www.dawateislami.net

বাজার, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীদের সুযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ইসলামী বোনদের জন্য বিভিন্ন স্থান ও সময়ে হাজারো প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, ইসলামী ভাইদেরকে ইসলামী ভাইয়েরা এবং ইসলামী বোনদের ইসলামী বোনেরাই পড়িয়ে থাকে, অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে কুরআনুল করীম শেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দোয়া মুখস্থ করা, নামাযের মাসআলা শেখা এবং সুন্নাতের ফ্রি শিক্ষা গ্রহন করে থাকে। আমাদেরও নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় অবশ্যই অংশগ্রহন করা উচিৎ, যদি আমরা সঠিক পদ্ধতিতে কুরআনুল করীম পাঠ করতে জানি তবে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে অপরকেও পড়ানো শুরু করে দিন এবং যদি পড়তে না পারেন তবে পড়া শুরু করে দিন।

এহি হে আরযু তালিমে কুরআঁ আ'ম হো জায়ে,
তিলাওয়াত করনা মেরে কাম সুবহ ও শাম হো জায়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"তিলাওয়াতের ফযীলত" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনের তিলাওয়াতের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়াতে এবং কুরআনের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"তিলাওয়াতের ফযীলত"** রিসালা অধ্যয়ন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় কুরআনের তিলাওয়াত করা এবং কুরআন শেখা ও শেখানোর ফযীলত, কুরআনের তিলাওয়াতের ২১টি মাদানী ফুল, তিলাওয়াতে সিজদার ১৪টি মাদানী ফুল, কুরআনে পাক স্পর্শ করার ৯টি মাদানী ফুল সহ এবং আরো অনেক চিত্তাকর্ষক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী

www.dawateislami.net

রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **আল্লাহ্ তাআলার** মকবুল ওলী এবং উম্মতে মুসলিমার সেই মহান বৈপ্লবিক পথনির্দেশক এবং কল্যাণকামী, কেননা যিনি কুরআনের উপর আমলকারী হওয়ার পাশাপাশি কুরআনের তিলাওয়াতের সত্যিকার প্রেমিক, তাঁর লিখনি, সুন্নাতে ভরা বয়ানসমূহ, মাদানী মুযাকারা, অডিও বার্তা ও ভিডিও বার্তা ইত্যাদি এর প্রকাশ্য প্রমাণ বহন করে যে, তিনি অন্যান্য মুসলমানকেও নেককার নামাযী, কুরআনের আমলকারী এবং কুরআনের তিলাওয়াতের প্রেমিক বানাতে রাতদিন ব্যস্ত রয়েছেন, সুতরাং তাঁর মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য অনুবাদ ও তাফসীর (ব্যাখ্যা) পাঠ করারও উৎসাহ প্রদান করেছেন। **মাদানী ইনআম নম্বর ৩** এ রয়েছে: আপনি কি আজকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ও শোয়ার পূর্বে কমপক্ষে একবার করে **আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস** এবং **তাসবীহে ফাতেমা** رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهَا **পাঠ করেছেন?** এবং রাতে **সূরা মুল্‌ক** পড়ে বা শুনে নিয়েছেন? আর **মাদানী ইনআম নম্বর ২১** এ রয়েছে: আপনি কি আজ কানযুল ঈমান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত (অনুবাদ ও তাফসীর সহ) তিলাওয়াত করা বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন?

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মে বন জাওঁ সারাপা "মাদানী ইনআমাত" কি তাসবীর
বনোঙ্গা নেক ইয়া আল্লাহ্ আগর রহমত তেরী হোগী
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃষ্ঠা ৩৯৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ফযরের পর মাদানী হালকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কুরআনের তিলাওয়াত করার মানসিকতা তৈরী করা হয়, সুতরাং কুরআনের তিলাওয়াতের উপর স্থায়িত্ব পেতে আপনিও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজে সতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। মনে রাখবেন! ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। যাতে প্রতিদিন ৩টি

www.dawateislami.net

আয়াতের তিলাওয়াত, সাথে কানযুল ঈমানের অনুবাদ এবং খাযাইনুল ইরফানের তাফসীর বা নুরুল ইরফানের তাফসীর অথবা সীরাতুল জিনানের তাফসীর, মাদানী দরস (ফয়যানে সুন্নাতের দরস), শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া কাব্যিক ভাবে পাঠ করা হয়, এরপর ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায় করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সকাল সকাল কুরআনের তিলাওয়াত করার অনেক প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের মধ্যে কে এরূপ পছন্দ করে যে, সে প্রতিদিন সকালে বুতহান বা আকিকের (এক প্রকার মূল্যবান পাথর বিশেষ) উপত্যকায় যাবে এবং কোন গুনাহ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত দু'টি বড় কুঁজ বিশিষ্ট উষ্ট্রী নিয়ে ফিরে আসবে?" তখন আমরা আরয করলাম: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তা পছন্দ করে।: ইরশাদ করলেন: "তবে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ সকালের সময় মসজিদে কেন যাও না এবং **কিতাবুল্লাহ্**র দু'টি আয়াত শেখাতে বা তিলাওয়াত করতে তবে তা তোমাদের জন্য দু'টি উট থেকেও উত্তম এবং যতগুলো আয়াত শিখবে বা পড়বে ততগুলো উট থেকে উত্তম।"

(মুসলিম, কিতাবু সালতিল মুসাফিরিন, বাবু ফদলি কিরআতাল কুরআন ফিস সালাত ওয়া তালিম, হাদীস নং-১৮৭৩, পৃষ্ঠা ৩১৩)

কানযুল ঈমাঁ এ্যয় খোদা মে কাশ রোজানা পড়োঁ
পড় কে তাফসীর ইসকি ফির ইস পর আমল করতা রাহোঁ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ কুরআনের ফয়েয এবং মাদানী কাজের বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এমন উন্নতি অর্জিত হয়েছে যে, দিন দিন হাজারো লোক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং তাদের জীবনে মাদানী বিপ্লব সাধিত হয়ে গেছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া এক আশিকে রাসূলের মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

ভবঘুরে অভ্যাস গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম উপস্থাপন করছি: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলাম, ঝগড়া ফ্যাসাদ করা, চুরি করা, ভবঘুরে

www.dawateislami.net

ঘুরাঘুরি করা আমার স্বভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিলো। আমার এই স্বভাবের কারণে পরিবার ও মহল্লাবাসী আমার প্রতি বিরক্ত ছিলো। অবশেষে একদিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে জেগে উঠলো, ঘটনাটি হলো, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে আমাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ প্রদান করলেন, তার প্রচেষ্টা সফল হলো এবং আমি সাথে সাথেই তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম আর আমার নিয়্যতকে সফল করার জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফিরও হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে আমার আখিরাতে ভাবনা নসীব হলো। আমি সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাঁড়ি শরীফও মুখে সাজিয়ে নিলাম আর মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানোর নিয়্যতও করে নিলাম। এই বর্ণনা লিখার সময় আমি মাদানী কাফেলার জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রত আছি।

আল্লাহ্‌র দয়া হয় যেন এই দুনিয়া, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"দা'ওয়াতে ইসলামী"** দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগে কাজ করে যাচ্ছে, এরমধ্যে একটি হলো **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**, যা উম্মতের সংশোধনের চেতনায় বিশেষভাবে জ্ঞান, পর্যালোচনা এবং প্রকাশনার কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এর ১৬টি পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে লিখনি ও রচনার কাজ অব্যাহত রয়েছে, যেমন; কুরআন ও হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান মানুষের মাঝে পৌঁছানো, জনসাধারণের সহজতা ও উপকারীতার জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের আরবী কিতাবকে সহজ অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করা, দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্সের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের কঠিনত্বকে সমাধান করা, সাহাবা ও আহলে বাইতে কিরাম এবং আউলিয়ায়ে কিরাদের মোবারক জীবনি সমঋদ্ধ কিতাব ও রিসালা রচনা করা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ

www.dawateislami.net

রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর রচনাবলীকে মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব বোধগম্য করে প্রকাশ করা **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র লেখনি কৃতিত্বের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র এই প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه একবার বলেন: "পূর্বে বয়ান প্রস্তুত করা কিরূপ কষ্টসাধ্য ছিলো তা আমার জানা আছে, এখন তো **আল মদীনাতুল ইলমিয়া** নিজেদের কিতাবে মুবাল্লিগদের জন্য অনেক বিষয়াবলী দিয়ে দিয়েছে। আপনারাও **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র সকল কিতাব পাঠ করার নিয়্যত করে নিন।" এছাড়াও দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে আসা ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরামগণও **আল মদীনাতুল ইলমিয়া**র লিখনির কাজে খুশি হয়ে অসংখ্য দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। সুতরাং আমাদেরও দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য বরকত অর্জন করতে এবং কুরআনের ফয়েয দ্বারা ধন্য হতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া উচিৎ।

জ্ঞান বিজ্ঞানের অশেষ ভান্ডার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কুরআনে **করীমে**র তিলাওয়াত করা, তা শ্রবণ করা এবং এর উপর আমল করা কল্যাণ ও বরকত এবং আখিরাতের মুক্তির উপায়, কিন্তু দূভাগ্যজনক ভাবে আজ মুসলমানের নিকট এর তিলাওয়াত করা, তা অনুধাবন করা এবং এর উপর আমল করার সময় নেই, অনেকের রমযানুল মোবারকে এর সৌভাগ্য নসীব হয় এবং অনেকে তো রমযান মাসেও এর তিলাওয়াত বরং এর যিয়ারত থেকেও বঞ্চিত রয়ে যায়। কেননা এখন রমযানুল মোবারকে "টাইম পাস" করার জন্য আমরা নিজের মূল্যবান সময় হোটেলে, অহেতুক বৈঠকে, পার্কে, নারী-পুরুষের মিলিত বিনোদন স্পটে অতিবাহিত করা, পত্রিকা পাঠ করা, সিনেমা নাটক বা মিউজিকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা বা শুনা, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচের আলোচনা করা বা শুনা, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেমস খেলা এবং স্যোসাল মিডিয়ার গুনাহে ভরা ব্যবহার করাতে নষ্ট করে দেয়। যদি আমরা নিজের মূল্যবান সময়কে এই অহেতুক ব্যস্ততায় নষ্ট না করে প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ুন, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অসংখ্য নেকী

www.dawateislami.net

আমাদের আমলনামায় লিখা হবে এবং যদি প্রতিদিন ৩ আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পাঠ করার অভ্যাস গড়ে নেন তবে এর বরকতে জ্ঞানের অশেষ ভান্ডারও অর্জিত হবে, কেননা কুরআনে করীমে হালাল ও হারামের বিধানাবলী, শিক্ষা এবং উপদেশ সমৃদ্ধ বাণী, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এবং পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলী ও অবস্থা এবং জান্নাত ও দোযখের অবস্থার পাশাপাশি জ্ঞানের এমন ভান্ডার বিদ্যমান রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্তও শেষ হতে পারে না।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত "**আযাইবুল** কুরআন **মাআ গারাইবুল** কুরআন" কিতাবে রয়েছে: কুরআনে **মজীদ** যদিওবা প্রকাশ্যভাবে ৩০ পারার সমষ্টি, কিন্তু এই অর্ন্তনিহিত অবস্থা ব্যাপক বরং অসংখ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন ভান্ডার, যা শেষ হবার নয়, কোন এক আরিফ বিল্লাহ্‌র প্রসিদ্ধ শের হচ্ছে; جَمِيْعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْاٰنِ لٰكِنْ. تَقَاصَرَ عَنْهُ اَفْهَامُ الرِّجَالِ

অর্থাৎ সকল বিজ্ঞান কুরআনে বিদ্যমান, কিন্তু মানুষের জ্ঞান তা বুজতে অপারগ। কুরআনে মজীদে শুধু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বর্ণনা নয় বরং বাস্তবতা হচ্ছে যে, কুরআনে মজীদে সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের স্পষ্ট এবং প্রকাশ্যভাবে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, অর্থাৎ আকাশের এক একটি তারা, সাগরের এক একটি বিন্দু, শ্যামলভূমির এক একটি ঘাস, মরুভূমির এক একটি কণা, গাছের এক একটি পাতা, আরশ ও কুরসির এক একটি কোণা, সমগ্র বিশ্বভ্রান্ডের এক একটি কোণা, অতীতের প্রতিটি ঘটনা, যুগের প্রতিটি অবস্থা, ভবিষ্যতের প্রত্যেক ঘটনাবলী কুরআনে মজীদে ব্যাপক ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং **আল্লাহ্ তাআলার** ইরশাদ হচ্ছে: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। (পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৩৮) কুরআনে **মজীদ** তো জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐ ভান্ডার, যা কখনো শেষ হতে পারে না, বরং কিয়ামত পর্যন্ত ওলামায়ে কিরাম এই বিশাল সমুদ্র থেকে সর্বদা আশ্চার্যজনক বিষয়ের মুক্তো কুড়িয়েই থাকবেন এবং হাজারো লাখো কিতাবে স্তুপ হতেই থাকবে।

(আজাইবুল কুরআন, ৪১৯,৪২০ পৃষ্ঠা)

হার রোজ মে কুরআন পড়োঁ কাশ! খোদায়া, আল্লাহ্! তিলাওয়াত মে মেরে দিল কো লাগা দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সদকার ফযীলত সম্পর্কীত বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে মোবারাকায় অসংখ্য স্থানে সদকা ও খয়রাতের উৎসাহ প্রদান এবং ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে ৫টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি:

১. **রব (আল্লাহ্) তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! নিজের সম্পদ হতে আমার নিকট কিছু জমা করো, তবে তা জ্বলবে না, ডুববে না, চুরি হবে না। আমি সেই সময় তোমাকে এর পুরো প্রতিদান দিবো, যখন তুমি এর অধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১১, হাদীস: ৩৩৪৬)**

২. بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ فَاِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ অর্থাৎ সকালের শুরু সদকা দ্বারা করো, কেননা বিপদাপদ সদকার পূর্বে অগ্রসর হয় না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস: ৩৩৫৩)

৩. اِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ وَتَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَيُذْهِبُ اللّٰهُ الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ অর্থাৎ নিশ্চয় মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে আর **আল্লাহ্ তাআলা** (এর বরকতে সদকা প্রদানকারীর) অহঙ্কার ও গর্বের ন্যায় মন্দ অভ্যাস দূর করে দেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফসলুস সদকা, ৩/২৮৪, হাদীস নং-৪৬০৯)**

৪. اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ اَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ وَاِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় সদকা প্রদানকারীকে সদকা কবরের গরম থেকে রক্ষা করে এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান, কিয়ামতের দিন নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১২, হাদীস নং-৩৩৪৭)

৫. اِنَّهَا حِجَابٌ مِّنَ النَّارِ لِمَنِ احْتَسَبَهَا يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ অর্থাৎ যে **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করবে, তবে সে সদকা তার এবং দোযখের মধ্যখানে আড়াল হয়ে যাবে। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফসলুস সদকা, ৩/২৮৬, হাদীস নং-৪৬১৭)**

আপনারা লক্ষ্য করলেন যে, সদকা বিপদাপদ ও বালাকে আটকে রাখে, সদকা বয়স বৃদ্ধি করে, সদকা মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে, সদকা অহঙ্কারকে দূর করে, সদকা গর্বকে দূর করে, সদকা কবরের গরম থেকে বাঁচায়, সদকা কিয়ামতের দিন ছায়া স্বরূপ হবে, সদকা দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবে।

দেয় নাযআ ও কবর ও হাশর মে হার জা আমান অউর, দোযখ কি আগ সে বাচা ইয়া রব্বে মুস্তফা!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে পরিচালিত হাজারো জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা দ্বীনি ফযীলতের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব বহন করে, এই কারণেই যে, এই জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এতে বিভিন্ন ধরনের ব্যয় হিসেবে বাৎসরিক কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, সুতরাং আপনার প্রতিও আরয হলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন, প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন এবং ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের দোয়ার ভাগীদার হতে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার পরিচালনা পর্ষদকে আরো শক্তিশালী বানাতে আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অন্যান্য মাদানী কাজকে আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর করতে যাকাত, ফিতরা, সদকা, খয়রাত, নফলী অনুদান এবং ওশর ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু নিজে সাহায্য করবেন তা নয় বরং আপনার আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধবদের ব্যক্তিগত চেষ্টার মাধ্যমে তাদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন, আমাদের ঠোঁট নাড়ানো এবং আমাদের সামান্য চেষ্টার মাধ্যমে যদি কারো মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয় এবং সে তার যাকাত, ফিতরা, দান, সদকা, নফলী অনুদান বা ওশর ইত্যাদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য দিয়ে দেয়, তবে আমাদের জন্য তা সদকায়ে জারিয়া হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারকের মাগফিরাতের (ক্ষমার) দশদিন অব্যাহত রয়েছে এবং এর ১৭ তারিখে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا এর ওফাত দিবস। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কন্যা, তাঁর সৌভাগ্য মন্ডিত জন্ম হয় নবুয়তের চতুর্থ বৎসর, তাঁর আম্মাজানের নাম হলো "উম্মে রুমান", তাঁর বিবাহ **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে হিজরতের পূর্বে মক্কায়ে মুকাররমায় হয়েছিলো, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘরে আসেন মদীনা

www.dawateislami.net

মুনাওয়ারায় ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। তিনি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাবীবা এবং খুবই প্রিয় বিবি ছিলেন। **(ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা, ১৫ পৃষ্ঠা)**

তিনি ছিলেন, সিদ্দিকা, তৈয়্যিবা, তাহিরা, যাহিদা, আবিদা, তাহাজ্জুদ গুজার, রোযার নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা কারীনী, সদকা ও খয়রাত এবং নিজের প্রিয় বস্তু বিলিয়ে দেন এমন রমনী ছিলেন। একবার সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ৭০ হাজার দিরহাম **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সদকা করেন, অথচ তাঁর কাপড় মোবারকের আঁচলে তালি লাগানো ছিলো। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)**

উম্মতের তায়াম্মুমের সহজতা তাঁরই ওসীলায় অর্জিত হয়েছে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওফাত তাঁরই বুকে হয়েছিলো এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার তাঁরই হুজরা মোবারাকায়, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৮ বৎসর। তিনি সকল মানুষের সবচেয়ে বড় ফকীহা, আলিমা, মুহাদ্দীসা, মুফাসসিরা, মুফতিয়া এবং উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদানকারীনী ছিলেন। ১৭ই রমযানুল মোবারক মঙ্গলবার রাতে ৫৭ কিংবা ৫৮ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর প্রকাশ্য ওফাত হয়, হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কিউঁ না হো রুতবা তোমহারা আহলে ঈমাঁ মে বড়া, সব তো হে মু'মিন মগর হে আ'প উম্মুল মু'মিনীন।
আ'প কা ইলম ও ফিকাহ তাহকিকে কুরআন ও হাদীস, দেখ কর হায়রাঁ হে সারে সাহাবা তাবেঈন।

(দিওয়ানে সালেক, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাঁর জীবনী সম্পর্কীত আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬০৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত অমূল্য কিতাব **"ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা"** অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করুন এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও বিশেষ করে নিজের পরিবারের ইসলামী বোনদেরকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তেও পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net